নির্বাচন পরিচালনা ও ভোট সমীক্ষা ২০২০
সামগ্রিক প্রতিবেদন

১১৭তম কংগ্রেসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

সহায়তা কমিশনের একটি প্রতিবেদন

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

২০০৪ সাল থেকে প্রতিটি ফেডারেল সাধারণ নির্বাচনের পর মার্কিন নির্বাচন সহায়তা কমিশন (ইলেকশন অ্যাসিস্টেন্স কমিশন বা ইএসি) 'নির্বাচন পরিচালনা ও ভোট সমীক্ষা' (ইলেকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভোটিং সার্ভে বা ইএভিএস) করে আসছে। আমেরিকানদের ভোটদানের পদ্ধতি এবং কীভাবে ভোট পরিচালনা করা হয়, সে সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্য, ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের অধীনস্থ ৫টি অঞ্চল – আমেরিকান সামোয়া, গুয়াম, নর্দার্ন মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ, পুয়েরতো রিকো এবং যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিন দ্বীপগুলিকে তথ্য পেশ করতে বলে ইএভিএস। ২০০৮ সাল থেকে নির্বাচন পরিচালন নীতি সমীক্ষা (ইলেকশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পলিসি সার্ভে) নামে এই প্রকল্পে একটি পৃথক সমীক্ষা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে রাজ্যভিত্তিক রাছ নির্বাচনী আইন, নীতি এবং প্রয়োগ সম্পর্কে তথ্য জোগাড়ের কথা বলা হয়েছে।

আমেরিকায় রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে নির্বাচন পরিচালনা সম্পর্কে পরিসংখ্যান সংগ্রহের সবচেয়ে বড় উৎস হল ইএভিএস। এই তথ্য বা পিরসংখ্যানগুলি নির্বাচনী কর্মকর্তা, নীতি নির্ধারক এবং ভোটের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য অংশীদারদের প্রবণতা চিহ্নিত করতে, অনুমান করতে ও ভোটারদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করতে ভোট পরিচালনার উন্নতিসাধন এবং ভোটারদের অভিজ্ঞতা ও আরও সুরক্ষিত নির্বাচনী পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সহায়তা করে থাকে। ইএভিএস পরিসংখ্যান থেকে আমেরিকার ভোটের পরিকাঠামো সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব হয়। এবং সাধারণভাবে বোধগম্য নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মূল দিকগুলি তৈরি করতে এবং নির্বাচনী আধিকারিকরা কী ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন, তা বুঝতে সাহায্য করে এই পরিসংখ্যান। প্রতি ২ বছর অন্তর যে ফেডারেল নির্বাচন হয়, সে সম্পর্কে এই সমীক্ষা নীতিনির্ধারক ও সাধারণ মানুষকে জটিল তথ্য জানতে সাহায্য করে। ভোট পরিচালনায় পরিসংখ্যান ওপর যাঁরা নির্ভর করেন, সেইসব নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে ইএভিএস অত্যন্ত মূল্যবান। এতে বিভিন্ন ইস্যু ব্যাখ্যা করতে ও কৌশলী পরিকল্পনা গ্রহণ এবং প্রশিক্ষণ দেওয়া ও প্রচারের কাজে সুবিধা হয়। এছাড়া সম্পদ তৈরির মাধ্যমে এজেন্সির লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, নির্বাচনী আধিকারিক, ভোটার ও আইনপ্রণেতাদের ভালোভাবে সহায়তা প্রদান, জাতীয় স্তরের অংশীদারদের মধ্যে ফেডারেল ভোটিং আইনের প্রভাব বুঝতে মার্কিন ভোটের ব্যাপক পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে ইএভিএস তথ্যের ওপর নির্ভর করে ইএসি।

২০২০ সালের সাধারণ নির্বাচনে কোভিড-১৯ অতিমারীর ব্যাপক প্রভাব পড়ে। অতিমারী ও তার পরবর্তী জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত জরুরি প্রয়োজনে প্রচলিত নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অনেক রকমের পরিবর্তন আনতে হয়েছিল। সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা, ভোটার, ভোটকর্মী, নির্বাচনী আধিকারিক ও কর্মীদের মধ্যে যাতে ভাইরাস দ্রুত না ছড়াতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে অনেক রাজ্য ভোটের আগের দিন ব্যক্তিগত ও মেল ভোটিং বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছিল। আমেরিকায় ভোট পরিচালনায় পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষার কারণে, ২০২০-র ইএভিএস অসাধারণ কর্মতৎপরতার রেকর্ড গড়েছে। এবং ২০২০-র সাধারণ নির্বাচন ভোটকর্মীরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে পেরেছেন। ইএসি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে ১১৭তম কংগ্রেসে ইএভিএস-২০২০ রিপোর্ট পেশ করছে।

২০২০-র ফেডারেল সাধারণ নির্বাচনে কীভাবে পরিচালনা করা হয়েছে এবং ভোটাররা কীভাবে ব্যালটে ভোট দিয়েছেন, তা এই রিপোর্টে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখার জন্য ইএভিএস এবং সেইসঙ্গে নির্বাচন পরিচালন নীতি সমীক্ষা (নীতি সমীক্ষা) থেকে প্রাপ্ত পরিসংখ্যানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে :

- ভোটারদের উপস্থিতি, ভোটদানের পদ্ধতি, ভোটের স্থান, ভোট কর্মী, ও নির্বাচনী প্রযুক্তি প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে, "নির্বাচন পরিচালনা পর্যালোচনা ও ২০২০-র সাধারণ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ";

- মার্কিন নির্বাচনের মূল আইন, নিয়মবিধি, নীতি ও পদ্ধতিসমূহ রয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে, "নির্বাচনী আইন ও পদ্ধতি : নীতি সমীক্ষা";
- ভোটার নথিভুক্তিকরণ ও তালিকা রক্ষণাবেক্ষণ রয়েছে তৃতীয় অধ্যায়ে, "ভোটার নথিভুক্তিকরণ, এনভিআরএ এবং তারপর" (ভোটার রেজিস্ট্রেশন : দ্য এনভিআরএ অ্যান্ড বিয়ন্ড);
- বিদেশে বসবাসরত অনুপস্থিত ভোটিং আইনের (আনইউনিফর্মড অ্যান্ড ওভারসিজ সিটিজেনস ভোটিং অ্যাক্ট বা ইউওসিএভিএ) অধীন ব্যক্তিগত ভোটদান রয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। এবং
- সবশেষে, ইএভিএস-এর পদ্ধতি এবং সমীক্ষায় থাকা বিভিন্ন প্রশ্ন রয়েছে পঞ্চম অধ্যায়ে, "সমীক্ষার পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া।"

ভোটিং ও নির্বাচন পরিচালনার প্রাপ্তিসমূহ

ইএভিএস ২০২০ অনুযায়ী, এ পর্যন্ত ইএভিএস তথ্যে যা নথিভুক্ত হয়েছে, তাতে ২০২০-র সাধারণ নির্বাচনে যে কোনও ফেডারেল সাধারণ নির্বাচনের চেয়ে বেশি ভোট পড়েছে। ৬৭.৭-শতাংশ নাগরিক (সিভিএপি) ব্যালটে ভোট দিয়েছেন, যা ২০১৬-র তুলনায় ৬.৭ শতাংশ বেশি। ২০১৬-র ইএভিএসের তুলনায় প্রায় প্রতিটি রাজ্যে ভোটারদের উপস্থিতি বেড়েছে। এছাড়া, ২০২০-র সাধারণ নির্বাচনে ২০৯ মিলিয়নের বেশি মানুষ সক্রিয় নথিভুক্ত করা ভোটার ছিলেন, যা সর্বকালীন রেকর্ড এবং ১৬১ মিলিয়নের বেশি ভোটার ব্যালটে ভোটদান করেছেন।

এই নির্বাচনে দেখা গেছে, ভোটারদের মত পরিবর্তন কত দ্রুত ঘটেছে। ২০১৬-র ইএভিএসে ৫৪.৫% ভোটার নির্বাচনের দিন ব্যক্তিগতভাবে এসে ব্যালটে ভোট দিয়েছেন এবং ২০১৮-র ইএভিএসে এই হার ছিল ৫৪.৫%। ২০২০তে ৩০.৫ শতাংশ ভোটার নির্বাচনের দিন ব্যক্তিগতভাবে এসে ব্যালটে ভোট দিয়েছেন। মেলে ব্যালটে ভোটদান বেড়ে হয়েছে ৪৩.১ শতাংশ, যা ২০১৬-র তুলনায় ২০% বেশি। এলাকাভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, মেল ভোটিং সেই রাজ্যগুলিতে বেশি পড়েছে, যেখানে নতুনভাবে সব ভোট মেলে নেওয়ার পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল এবং যেখানে মেল করা ব্যালটে ভোট নেওয়ার অনুরোধ বাতিল হয়েছিল। তবুও ২০১৬-র তুলনায় ২০২০তে মেল করা ব্যালটে দ্বিগুণ ভোট পড়েছে। মেল করা ব্যালট ফেরতের হার এবং যে সব ব্যালট বাতিল হয়েছিল, তা গণনা করে এই তথ্য মিলেছে।

রাজ্যগুলি জানিয়েছে, ১৩২,৫৫৬টি ভোট কেন্দ্রে ৭৭৫, ১০১ জন ভোটকর্মী ব্যক্তিগতভাবে নির্বাচনের আগে ও নির্বাচনের দিন ভোটদানে সহায়তা করেছেন। পরিসংখ্যানে ভোটকর্মীদের বয়সের তারতম্য ধরা পড়েছে। ১৮ থেকে ২৫ এবং ২৬ থেকে ৪০ বছর বয়সী ভোটকর্মীদের হার যথাক্রমে ৬.২% ও ১৫% বেড়েছে। ৬১ থেকে ৭০ ও ৭১-এর বেশি বয়সী ভোটকর্মীদের সংখ্যা যথাক্রমে ২৭.৩% এবং ২০.১% হারে কমেছে। এলাকাভিত্তিক তথ্য থেকে জানা গেছে, ২০১৬-র তুলনায় ২০২০তে ভোটকর্মী নিয়োগে অনেক কম সমস্যা হয়েছিল। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনেক এলাকা ক্রস-কাটিং প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছে। অনেক এলাকা থেকে রিপোর্ট এসেছে, কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে বয়স্ক ভোটকর্মীদের দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখা কঠিন হয়ে পড়েছিল। এর ফলে শেষ মুহূর্তে ভোটকর্মীর ঘাটতি দেখা দেয়। কিন্তু ইএসি-র প্রচেষ্টা, রাজ্য নির্বাচনী কার্যালয় এবং অন্যান্য সংগঠনগুলি দক্ষ ব্যক্তিদের উৎসাহিত করে ভোটের কাজে লাগিয়েছেন। এতে বেশ কিছু জায়গায় অতিরিক্ত ভোটকর্মী পাওয়া গেছে।

রাজ্যগুলি জানিয়েছে, ২০১৮-র ইএভিএস থেকে ইলেকট্রনিক ভোট পুস্তিকার (বা ই-পোল বুক) ব্যবহার বেড়েছে এবং ১৭টি রাজ্য সবকটি এলাকায় 'ই-পোল বুক' ব্যবহার করেছে। ভোটিং প্রক্রিয়ায় স্ক্যানার ও ব্যালট মার্কিং পদ্ধতির (বিএমডি) মত প্রচলিত পন্থা ব্যবহৃত হয়েছে। সরাসরি রেকর্ডিংয়ের ইলেকট্রনিক (ডিআরই) যন্ত্র, যা ভোটদান যাচাইয়ের পেপার অডিট ব্যবস্থার (ডব্লুপিএটি ছাড়া ডিআরই) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না, তা ক্রমাগত বাতিল হয়ে যাচ্ছিল। ২০২০তে দেশের ৩২টি এলাকায় কোনওরকম পেপারের ব্যবস্থা ছাড়াই পুরোপুরি ভোটযন্ত্রে ভোট নেওয়া হয়েছিল।

নির্বাচন পরিচালন নীতি সমীক্ষার প্রাপ্তিসমূহ

পরিসংখ্যান পেশ করতে গিয়ে রাজ্যগুলি ইএভিএসে জানিয়েছে, ইএসি রাজ্যগুলির নির্বাচনী নীতি সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করে। দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্য জানিয়েছে, বিভিন্ন এলাকা থেকে পাওয়া ওপর-নীচ নিবন্ধন ব্যবস্থা বা নথিভুক্তিকরণ সংক্রান্ত তথ্য এককভাবে, কেন্দ্রীয়ভাবে বা একটি মূল কাঠামোয় রাখা হচ্ছিল; বাকি এক-তৃতীয়াংশ রাজ্য নীচ থেকে ওপর বা মিশ্র (হাইব্রিড) তথ্যভান্ডারের কথা জানিয়েছে। ভোটারদের নথিভুক্তিকরণ সঠিক এবং আপ টু ডেট রাখার জন্য মোটর ভেহিক্যাল এজেন্সি, মৃত্যুর হিসেব রাখা সরকারি সংস্থা এবং জেলবন্দিদের হিসেব রাখা এজেন্সির সঙ্গে তথ্য লেনদেনের কথা জানিয়েছে অধিকাংশ রাজ্য। যে সব রাজ্য একই দিনে নথিভুক্তিকরণ (৫১.৮%) এবং অনলাইন রেজিস্ট্রেশন (৮০.৪%), দুধরনের সুযোগ দিচ্ছে, সেখানে ২০১৮-র নীতি সমীক্ষার সময় থেকেই এই হার বেড়েছে।

নীতি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ব্যালটে নিরাপদে ভোটদান, বা ভোটকেন্দ্রে লাইনের ভিড় কমানোর ব্যাপারে উৎসাহিত করা রাজ্যের সংখ্যা বেড়েছে। ২০২০তে ১৪টি রাজ্য পুরো মেলে নির্বাচনী ব্যবস্থা ছিল। সেখানে নথিভুক্ত হওয়া ভোটার কিংবা সমস্ত সক্রিয় নথিভুক্ত হওয়া ভোটার, সবার কাছেই মেল করা ব্যালট পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে ১০টি রাজ্য সব ভোট মেল পদ্ধতিতে সংগঠিত করেছিল। বাকি ৪টি রাজ্য শুধুমাত্র বাছাই করা কিছু এলাকায় এটা করতে পেরেছিল। ২০১৮-র নীতি সমীক্ষার তুলনায় এটি বেড়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ৩টি রাজ্য পুরোপুরি মেল ব্যবস্থায় নির্বাচন করেছে, ৪টি রাজ্য বাছাই করা কিছু এলাকায় পুরোপুরি মেলে ভোট করতে পেরেছে। ৬৯.৬% রাজ্যের এটা বলার প্রয়োজন হয়নি যে, তারা মেল ব্যালটে ভোট নিতে পারে (৭টি রাজ্য ২০১৮-র নীতি সমীক্ষার সময় থেকেই এটা বাতিল করেছে)। ৫১.৮% রাজ্য জানিয়েছে, কিছু পরিস্থিতিতে ভোটারদের মেল-ব্যালট দেওয়া যেতে পারে। যদিও ২০২০-র সাধারণ নির্বাচনে নীতিতে যেসব পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল, সেটা স্থায়ী নাকি সাময়িক, কিংবা কোভিড১৯ অতিমারীর কারণে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছিল, নীতি সমীক্ষায় তা জানা যায়নি।

প্রায় সব রাজ্যই জানিয়েছে, অনুমোদনের আগে ভোটিং ব্যবস্থা অবশ্যই পরীক্ষা ও শংসাপত্র প্রদান করা উচিত। ভোটিং ব্যবস্থা পরীক্ষার জন্য ইএসি স্বীকৃত ল্যাবরেটরি (ভিএসটিএল), ইএসি-অনুমোদিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বা ভলান্টারি ভোটিং সিস্টেম গাইডলাইন এবং রাজ্য ও ফেডারেল দুই পক্ষের সম্মতি মেনেই শংসাপত্র দেওয়া উচিত। ২০২০তে ৪০টি রাজ্য ই-পোল বুক ব্যবহার করেছে। ই-পোল বই কেনার আগে ৫৫ শতাংশের ক্ষেত্রে পরীক্ষা এবং নির্দিষ্টকরণের প্রয়োজন হয়েছিল।

ভোট-পরবর্তী পর্বে ৭৮.৬ শতাংশ রাজ্য জানিয়েছে, ব্যালট গণনায় ব্যবহৃত ভোট যন্ত্র ঠিকভাবে কাজ করেছে কিনা, তা জানতে তাদের অডিটের প্রয়োজন হয়েছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে তিন-চতুর্থাংশ রাজ্যের প্রচলিত ট্যাবুলেশন অডিটের (এই পদ্ধতিতে ভোটিং ডিস্ট্রিক্ট বা ভোট যন্ত্র থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যালট নমুনা হিসেবে তুলে নেওয়া হয়) প্রয়োজন হয়েছিল। এক-পঞ্চমাংশ রাজ্য রিস্ক-লিমিটিং ট্যাবুলেশন অডিটের (এই প্রক্রিয়ায় নমুনা বাছাইয়ে স্ট্যাটিস্টিক্যাল পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়) কথা জানিয়েছে। যদিও পরিস্থিতি অনুযায়ী, অনেক রাজ্যে ফের ভোট গণনা করতে হয়েছে।

জাতীয় ভোটার নিবন্ধন আইনের (এনভিআরএ) প্রাপ্তিসমূহ

২০২০-র ইএভি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২০র সাধারণ নির্বাচনে সক্রিয় ভোটার নথিভুক্তিকরণের হার ছিল সিভিএপি-র ৮৮.২%। ২০১৬-র ইএভিএসের তুলনায় এই বৃদ্ধি ৩.৫%। ২০১৮-র সাধারণ নির্বাচন এবং ২০২০-র সাধারণ নির্বাচনের নিবন্ধন বন্ধ হওয়ার আগে পর্যন্ত, এই সময়ের মধ্যে ১০৩ মিলিয়ন ভোটার নথিভুক্তিকরণের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। ২০১৬-র সাধারণ নির্বাচনের তুলনায় নিবন্ধনের জন্য আবেদনকারীর হার বেড়েছে ৩৩.৮%। নথিভুক্তিকরণের জন্য যে সব আবেদন জমা পড়েছে, তাতে একটি সাধারণ মিল পাওয়া গেছে। তা হল, ভোটারদের বর্তমান রেজিস্ট্রেশনের রেকর্ড এলাকার ঠিকানা বদলের ক্ষেত্রে আপডেট করা হয়নি। এই ধরনের আপডেট না হওয়া নাগরিকের সংখ্যা নথিভুক্তির জন্য জমা পড়া মোট আবেদনপত্রের প্রায় অর্ধেক। নতুন এবং বৈধ ভোটার হিসেবে যাঁদের নাম নথিভুক্ত হয়েছে, সেই সংখ্যাটা হল, জমা পড়া আবেদনপত্রের এক-তৃতীয়াংশ।

ইএভিএসের আগের হিসেব অনুযায়ী, রাজ্যের মোটর ভেহিক্যাল দফতর সবচেয়ে বেশি আবেদনপত্র (৩৯.৩%) শেয়ার করেছে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশনের আবেদন, যা মোট আবেদন পত্রের ২৮.২%। অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া অনেক দ্রুতগতিতে এগিয়েছে।

২৯টি রাজ্য এবং অঞ্চল, যেগুলি একই দিনে ভোটার রেজিস্ট্রেশনে (এসডিআর) সায় দিয়েছিল, ২০২০-র সাধারণ নির্বাচনের জন্য ১.৬ মিলিয়নের বেশি এসডিআর গ্রহণ করেছিল। এটি ২০১৮-র ইএভিএসের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। এসডিআরের মাধ্যমে ভোটাররা যেদিন ভোট দেন, সেই দিনেই ভোটের জন্য নাম নথিভুক্ত করতে পারেন। গোটা দেশে তুলনামূলকভাবে ভোটের দিনেই বেশি এসডিআর গৃহীত হয়েছে।

এনভিআরএ-র প্রয়োজন অনুযায়ী, রাজ্যগুলি জানিয়েছে, ২০১৮-র সাধারণ নির্বাচনের রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হওয়া এবং ২০২০-র সাধারণ নির্বাচনের রেজিস্ট্রেশন বন্ধ হওয়া, এই সময়ের মধ্যে ২৮ মিলিয়নের বেশি ভোটারকে নথিভুক্তিকরণের নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ১৮ মিলিয়নের বেশি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। ভোটার রেজিস্ট্রেশন রেকর্ড থেকে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার মূল কারণগুলি হল, নোটিশ প্রাপ্তির কথা জানানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, দুটি সাম্প্রতিক ফেডারেল সাধারণ নির্বাচনে ভোট না দেওয়া, এলাকা পরিবর্তন করার রেজিস্ট্রেশন না করানো এবং ভোটারের মৃত্যু।

উর্দিধারী ও বিদেশি নাগরিকদের অনুপস্থিতি ভোটিং আইনের (ইউওসিএভিএ) প্রাপ্তিসমূহ

রাজ্যগুলি জানিয়েছে, ১.২ মিলিয়নের বেশি ব্যালট ইউওসিএভিএ ভোটারদের দেওয়া হয়েছে। এঁরা হলেন, বাড়িতে না থাকা উর্দিধারী (পুলিশ, সেনাকর্মী প্রভৃতি) কর্মী, তাঁদের পরিবারের সদস্য, মার্কিন নাগরিক, ফেডারেল ইউওসিএভিএ আইনে যাঁরা বিদেশে রয়েছেন। এই ব্যালটে ৯০০,০০০ বেশি ভোটাররা ফেরত পাঠিয়েছেন। ৮৯০,০০০টি নির্বাচনে গণনা হয়েছে।

২০১৬-র ইএভি প্রবণতা অনুযায়ী, ২০২০তে উর্দিধারীদের তুলনায় ইউওসিএভিএ ভোটারদের বেশিরভাগ বিদেশি নাগরিক এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা। ২০২০তে নথিভুক্ত ইউওসিএভিএ ভোটারদের মধ্যে ৫৭.৪ শতাংশ বিদেশি নাগরিক। উর্দিধারী ভোটার হলেন ৪২.৩%। ক্যালিফোর্নিয়া, ফ্লোরিডা এবং ওয়াশিংটন, এই তিনটি রাজ্যে ৪০ শতাংশের বেশি নথিভুক্ত হওয়া ইউওসিএভিএ ভোটার।

উর্দিধারী ভোটারদের মধ্যে পোস্টাল মেল ট্রান্সমিশন অত্যন্ত প্রচলিত পদ্ধতি (প্রায় অর্ধেক ব্যালট পাঠানো হয়েছে উর্দিধারী ভোটারদের জন্য)। অন্যদিকে, বিদেশি নাগরিকদের কাছে ই-মেলে ব্যালট পাঠানো হয়েছে (বিদেশি নাগরিকদের কাছে পাঠানো ব্যালটের ৭০.৯%)।

ইউওসিএভিএ ভোটারদের প্রায় ৯৮% ব্যালট ফেরত পাঠিয়েছেন। ফেরত আসা ব্যালটের ২% বাতিল হয়েছে। দেশে ৩৩ হাজারের বেশি ফেডারেল রাইট-ইন অনুপস্থিত ব্যালট (এফডব্লুএবি) পাওয়া গেছে। এই ফর্ম ইউওসিএভিএ ভোটাররা জরুরি ক্ষেত্রে পেশ করতে পারেন, যদি দেখা যায়, তাঁদের অফিশিয়াল ব্যালট গণনার সময় স্থানীয় নির্বাচন আধিকারিকরা পাচ্ছেন না। ২০২০-র সাধারণ নির্বাচনে প্রায় ২৪,০০০ ইউওসিএভিএ ভোটার এফডব্লুএবি ফর্ম দেওয়া হয়েছে।

২০২০-র নির্বাচন পরিচালনা ও ভোটিং সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ চুক্তির ফলশ্রুতি হল মার্কিন নির্বাচন সহায়তা আয়োগের এই প্রতিবেদন। এই চুক্তি সম্পাদন করেছে ভার্জিনিয়ার আরলিংটনের গবেষণা সংস্থা ফর্স মার্শ গ্রুপ, এলএলসি

প্রকাশিত অগাস্ট ২০২১

মার্কিন নির্বাচন সহায়তা আয়োগ

৬৩৩ থার্ড স্ট্রিট

এনডব্লু, স্যুট ২০০

ওয়াশিংটন, ডিসি ২০০০১

www.eac.gov